প্রথম আলো

তারিখ ... 22 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...১...

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে গতকাল সকালে বেলুন উড়িয়ে আঞ্চলিক গণিত উৎসবের উদ্বোধন করা হয় ● ছবি : প্রথম আলো

চার জেলায় গণিত উৎসব

ভয় উড়িয়ে গণিত জয়

প্রথম আলো ডেস্ক ●

হিমেল হাওয়া। কনকনে ঠান্ডা। ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা-নয়টায়ও কুয়াশার চাদর ভেদ করে সূর্যের আলো পৌঁছায়নি। তাতে কী! শিক্ষার্থীদের পদচারণে ততক্ষণে মুখর চারদিক। বেলুন উড়িয়ে আঞ্চলিক গণিত উৎসবের উদ্বোধন করলেন অতিথিরা। গণিতের ভয় উড়িয়ে, হইহুল্লোড়ে শিক্ষার্থীরাও মাতল গণিত জয়ের উৎসবে।

এমন আনন্দমুখর পরিবেশেই গতকাল বৃহস্পতিবার রাজশাহী, নওগাঁ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আঞ্চলিক গণিত উৎসব। উৎসবের স্লোগান, 'গণিত শেখো, স্বপ্ন দেখো'। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা, জাতীয় গণিত উৎসব ও গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় উৎসবের। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতা ও *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এতে সহযোগিতা করছে প্রথম আলো বন্ধুসভা।

উৎসব উদ্বোধনের পর শুরু হয় পরীক্ষা পর্ব। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক—এই চার গ্রুপে ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে উৎসব মাঠে সমবেত হয়ে মজার প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। গণিত ও বিজ্ঞান নিয়ে শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী সব প্রশ্নের উত্তর দেন অতিথিরা।

প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক, আঞ্চলিক অফিস ও প্রতিনিধিদের** পাঠানো খবর :

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে রাজশাহী অঞ্চলের গণিত উৎসবে রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৬টি বিদ্যালয় ও ১৭টি কলেজের ১ হাজার ১৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সকাল পৌনে ৯টায় উৎসব শুরু হয়।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ তাইফুর রহমান জাতীয় পতাকা, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক রাজশাহী শাখার ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড এবং বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলন করে উৎসব উদ্বোধন করেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক সুব্রত মজুমদার, সহকারী অধ্যাপক খন্দকার মো. মাহমুদুল হাসান, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইকবাল মতিন প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতা। সমাপনী পর্বে মাদক, মিথ্যা ও মুখস্থকে না বলার শপথ নেয় শিক্ষার্থীরা। এরপর বিজয়ীদের মধ্যে সনদ ও মেডেল তুলে দেন অতিথিরা। রাজশাহী অঞ্চল থেকে জাতীয় উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য নির্বাচিত হয় ৬০ শিক্ষার্থী।

নওগাঁ কে ডি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বসেছিল নওগাঁ আঞ্চলিক পর্বের আসর। এতে নওগাঁ ও জয়পুরহাটের ৩০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন নওগাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাশিদুল হক। গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলন করেন কে ডি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসরিন বানু ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলন করেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংক নওগাঁ শাখার ব্যবস্থাপক মহসিন আলী।

উদ্বোধনী বক্তব্যে রাশিদুল হক বলেন, 'গণিত উৎসব আয়োজনের কারণে গণিত এখন আনন্দের পাঠে পরিণত হয়েছে। গণিত নিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন দেখছে।'

রাজবাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করা হয় রাজবাড়ী শহরের ইয়াছিন উচ্চবিদ্যালয় মাঠে। ফরিদপুর ও রাজবাড়ীর ৬০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। উদ্বোধনী পর্বে ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফকীর আবদুল জব্বার, পৌর মেয়র মোহম্মদ আলী চৌধুরী, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক রাজবাড়ী শাখার ব্যবস্থাপক আমিনুল ইসলাম মিয়া, ইয়াছিন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদা খানম। উদ্বোধন শেষে অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষা। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বন্ধুসভার বন্ধুরা। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদক, ইভ টিজিং, বাল্যবিবাহ, মুখস্থ না করার শপথ করানো হয়। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা দাঁড়িয়ে হাত তুলে শপথবাক্য পাঠ করেন।

মাদারীপুরে গণিত উৎসব হয় সরকারি ডনোভান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২১৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতন কুমার খান ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মাদারীপুর শাখার ব্যবস্থাপক শাহিনূর রহমান। এরপর হয় পরীক্ষা, প্রশ্নোত্তর ও সমাপনী পর্ব।

আজ যেসব স্থানে উৎসব

আজ শুক্রবার গণিত উৎসব হবে বগুড়া জিলা স্কুল চত্বরে, পাবনা সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুলে, কুষ্টিয়ায় পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ও গাইবান্ধা আসাদুজ্জামান গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ চত্বরে।